৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 APR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষাখাতে এডিবি'র সহযোগিতা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী আরও সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশকে ১০ কোটি ডলার ঋণ দেবে। এ ব্যাপারে এডিবি'র সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এটাই হল প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সমর্থনে এডিবির প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হল, সেকথা বলার অবকাশ থাকে না। আমরা জানি বর্তমান সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এডিবির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সেই কর্মসূচীকে আরও জোরদার করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য, শিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে প্রাথমিক শিক্ষা। সে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবে বিগত ২১ বছর প্রাথমিক শিক্ষার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। যার ফলে দেশের শতকরা ৩৮ জন শিশু এখনও স্কুলে যায় না। কিন্তু বর্তমান সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন; তা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

স্মর্তব্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলেছেন, আমরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষাকে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের ধারক। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। সেই ভবিষ্যতের নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায় গড়ে তুলতে না পারলে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো জরুরী দরকার। তবে সরকার এডিবির সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট ঘটবে একথা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি।